JAN. [illegible] 2011

ছাত্রলীগ কর্মীদের সন্ত্রাস

অবিলম্বে এদের গ্রেপ্তার করা হোক

বরিশাল শহরের নতুন বাজারে পুলিশ ফাঁড়ির নাকের ডগায় ছাত্রলীগ কর্মী বলে পরিচিত ছয়-সাতজন সন্ত্রাসী গত মঙ্গলবার প্রকাশ্যে চাঁদাবাজির যে ঘটনা ঘটিয়েছে তাতে পুলিশ নির্বিকার ভূমিকা পালন করে। পুলিশের জন্য এটাই হয়তো স্বাভাবিক আচরণ কিন্তু আমরা প্রশ্ন না করে পারি না, জনগণের অর্থে এই পুলিশ পোষা কেন?

এই সন্ত্রাসীরা প্রথমে 'বিশ্বাস কর্নারে' ঢুকে ব্যবসায়ী দুলু বিশ্বাসকে টেনেহেঁচড়ে বাইরে এনে চারটি মোবাইল ফোন কেনার টাকা দাবি করে এবং অপারগতায় তাকে রাস্তায় ফেলে বেদম প্রহার করে। এরপর তারা পাশের কয়েকটি দোকানে ঢুকে প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে চাঁদা প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দিয়ে চলে যায়।

গত বুধবার প্রথম আলোর প্রথম কলামে এ নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে, তাতে তিনজনের নাম আছে—জুয়েল, পলাশ ও রহমান। এরা ছাত্রলীগ কর্মী বলে পরিচিত। কিন্তু এই কি ছাত্রলীগ কর্মীদের যথাযোগ্য আচরণ? সরকারি দল করার সুবাদে ছাত্রলীগ কর্মীরা কি প্রতিকারহীন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার লাইসেন্স পেয়ে গেছে? না হলে পুলিশ তাদের ব্যাপারে নির্বিকার থাকে কেন? এদের ব্যাপারে আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে না কেন? নাকি আইন কেবল বিরোধী দলের কর্মীদের জন্যই তৈরি হয়েছে? নাকি ছাত্রলীগের কর্মীরা চাঁদাবাজি-সন্ত্রাস করলে আইনশৃঙ্খলা ব্যাহত হয় না? বরিশালের সরকারি দল ও প্রশাসন কি এসব প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিতে পারবে?

আমরা চাই, এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যারা পরিচালনা করেছে, অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হোক। ছাত্রলীগ থেকে এ ধরনের সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার করা হবে—সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।